ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও নীতি বিশ্লেষক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ১৯৫৬ সালের ২৯ এপ্রিল টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার এলেঙ্গার এক প্রাচীন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মাতা প্রাক্তন সংসদ সদস্য চিত্রা ভট্টাচার্য।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ১৯৭২ সালে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৭৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যান। সেখানে মস্কোর পেখানভ ইন্সটিটিউট অফ ন্যাশনাল ইকোনমি থেকে ১৯৮০ সালে সম্মানের সাথে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৮৪ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে ড. দেবপ্রিয় (১৯৯১-৯২) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন এলিজাবেথ হাউসে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করেন।

বর্তমানে ড. দেবপ্রিয় বাংলাদেশের অন্যতম আর্থ-উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) একজন সম্মাননীয় ফেলো হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার আগে ১৪ বছর তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (বিআইডিএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন।

২০০৭-২০০৯ সাল পর্যন্ত ড. দেবপ্রিয় জাতিসংঘসহ জেনেভা ও ভিয়েনাস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের (আঙ্কটাড)-এর গভর্নিং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পাশাপাশি জেনেভায় জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি আঙ্কটাড মহাসচিবের স্বল্পোন্নত দেশ বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের চতুর্থ সম্মেলন প্রস্তুতিতে অবদান রাখেন।

আন্তর্জাতিক পরিধির বাইরে জাতীয় পর্যায়েও ড. দেবপ্রিয় সরকার গঠিত বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির উপদেষ্টা কমিটি, ব্যাংকিংখাত সংস্কার কমিটি, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উপদেষ্টা কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য গঠিত অর্থনীতিবিদ প্যানেল, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গ্যাস সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত কমিটি। তিনি দীর্ঘ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য শিল্পনীতির (১৯৯৯) খসড়া প্রস্তুত করেন। তিনি চার বছর জনতা ব্যাংকের পরিচালক (১৯৯৬-২০০০) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. দেবপ্রিয় সিনিয়র ফুলব্রাইট ফেলো হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনস্থিত সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও জাপানের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। অর্থনীতি বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, যেমন কোস্টারিকা, তানজানিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেপাল এবং বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও জাতিসংঘের মতো বহুজাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে।

ড. দেবপ্রিয় বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ড, উপদেষ্টা পর্ষদ এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ছিলেন এবং আছেন। তিনি ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য। এছাড়াও তিনি *অক্সফোর্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ* এবং *সাউথ এশিয়ান ইকোনমিক জার্নালের* আঞ্চলিক সম্পাদক। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ৫০টি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত 'সাউদার্ন ভয়েস অন পোস্ট-এমডিজি

ইন্টারন্যাশনাল গোল্‌স্‌' নেটওয়ার্কের সভাপতি। নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি – যা ২০৩০ এজেন্ডা নামে পরিচিত – প্রণয়নে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং জাতিসংঘের উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামের আমন্ত্রণে নিউইয়র্কে একাধিকবার সদস্য দেশসমূহের সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা করেছেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বাংলাদেশে বিভিন্ন নাগরিক উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। ২০০৭ সালের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে 'নাগরিক কমিটি ২০০৬' প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তার সদস্য-সচিব ছিলেন। সেই সূত্রে "সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনে" এবং নাগরিক কমিটি ২০০৬ প্রণীত "বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১" (আগস্ট ২০০৬-এ প্রকাশিত) প্রণয়নে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি 'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ'-এর আহ্বায়ক হিসেবে ২০৩০ এজেন্ডার কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী কাজ করছেন।

বাংলাদেশের মিডিয়া জগতে ড. দেবপ্রিয় একটি পরিচিত মুখ। সহজবোধ্য ও সাবলীলভাবে অর্থনীতির জটিল বিষয়কে তিনি উপস্থাপন করে থাকেন। বাংলাদেশে আজ টক শো-এর ধারার প্রচলনে তার উপস্থাপনায় ১৯৯৬-২০০০ সালে বিটিভি-তে প্রচারিত "উন্নয়ন সংলাপ" বড় ভূমিকা রাখে। ড. দেবপ্রিয় নিয়মিতভাবে বিদেশি গণমাধ্যমেও তার মতামত দিয়ে থাকেন।

নিজ এলাকায় তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে ড. দেবপ্রিয় যুক্ত আছেন। তিনি নোয়াখালীর জয়াগস্থ গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড অ্যাসোসিয়েশন, জিতেন্দ্র বালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, এলেঙ্গা এবং টাঙ্গাইল রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি।

সামষ্টিক অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন উল্লেখ্যযোগ্য প্রকাশনা রয়েছে ড. দেবপ্রিয়ের। লন্ডনের Routledge থেকে প্রকাশিত এসডিজি নিয়ে তার সাম্প্রতিক প্রকাশনা হল southern Perspectives on the Post-2015 International Development Agenda.

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের স্ত্রী ড. ইরিনা ভট্টাচার্য একজন অর্থনীতিবিদ এবং "বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য ও চিত্রা ভট্টাচার্য ট্রাস্টের" প্রধান নির্বাহী। তাদের একমাত্র সন্তান আলেকজান্দ্রা ভট্টাচার্য একজন মেধাস্বত্ত্ব আইন বিশেষজ্ঞ এবং জেনেভায় কর্মরত।